[illegible] ক্যাম্পাস পুলিশ গঠন প্রসঙ্গ

বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস ও নৈরাজ্য সৃষ্টি নূতন কোন ঘটনা নয়। ক্যাম্পাসে শিক্ষক ও ছাত্র রাজনীতির অশুভ তৎপরতার জন্য আমাদের অনেক মাশুল গুনিতে হইয়াছে। স্বাধীনতা-উত্তর সাড়ে তিন দশক যাবৎ দেশবাসী ইহার যে বীভৎস রূপ দেখিয়া আসিতেছেন, তাহা এক কথায় অবর্ণনীয়। তাহারই সর্বশেষ সংস্করণ গত রবিবার সংঘটিত ঢাকা বিশ্বদ্যিালয়ের লোমহর্ষক ঘটনা। এইদিন ছাত্রলীগের দুই গ্রুপে দফায় দফায় সংঘর্ষে একজন দলীয় নেত্রী ও সাংবাদিকসহ আটজন গুরুতর আহত হয়। শুধু ছাত্রলীগ নয়, অন্যান্য ছাত্র সংগঠনও মাস্তানি-গুন্ডামি ও অন্তর্কলহের প্রবণতা বিদ্যমান। সংগত কারণে ইহা ক্যাম্পাসে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটায় এবং শিক্ষা ও গবেষণার পরিবেশে বিঘ্ন সৃষ্টি করে।

ক্যাম্পাস অরক্ষিত থাকিলেও এবং সেখানে নানা ধরনের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ও অপ্রীতিকর ঘটনা বারংবার ঘটিতে থাকিলে গোটা জাতির জন্যই তাহা বিড়ম্বনার কারণ হইয়া দেখা দেয়। একদা যে বিশ্ববিদ্যালয় ছিল জ্ঞান চর্চার পাদপীঠ, বলা হইত প্রাচ্যের কেম্ব্রিজ অক্সফোর্ড, সেই বিশ্ববিদ্যালয়কে দুই যুগ আড়াই যুগ সময়কালের মধ্যে নৈরাজ্য সন্ত্রাস এবং রাজনৈতিক হানাহানির এক বিভীষিকাপূর্ণ স্থানে পরিণত করা হইয়াছে। লেখাপড়া করার বা জ্ঞান চর্চার পরিবেশ সেখানে নাই বলিলে খুব বেশি বাড়াইয়া বলা হয় না। এই অবস্থায় ক্যাম্পাস পুলিশ মোতায়েন হওয়া প্রায় অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছে বলিলেই হয়।

ক্যাম্পাস পুলিশ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকদের মর্যাদা ও প্রত্যাশার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ আচরণ করিবেন। তাহারা ক্যাম্পাসে বেআইনি কাজে লিপ্ত অপরাধীদের দমনে কঠোর হইবেন এবং সাধারণ শিক্ষার্থী ও শিক্ষক-কর্মচারীদের জন্য হইবেন বন্ধু ও সহযোগী। উন্নত বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে এ ধরনের ক্যাম্পাস পুলিশ রহিয়াছে। ক্যাম্পাস পুলিশ সাধারণ পুলিশ বাহিনীর অংশ হইলেও তাহারা শিক্ষা-দীক্ষা, প্রশিক্ষণ ও উন্নত আচরণের দিক হইতে হইবেন অনন্য। তাহারা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকিয়া কাজ করিবেন। বিষয়টি গুরুত্বের সাথে ভাবা উচিত এবং সরকারের উচিত কালবিলম্ব না করিয়া এই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ ও পদক্ষেপ গ্রহণ করা।